গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা | ২৪ - ৩০ জুন ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

অগ্নিপথ
যুবসমাজের সঙ্গে সুপরিকল্পিত চাতুরি

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঘোষিত 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার 'অগ্নিপথ' নাম দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অস্থায়ী নিয়োগের যে প্রকল্প ঘোষণা করেছে, তা দেশের বেকার যুবকদের সাথে এক বিরাট প্রতারণা। সেনাবাহিনীতে স্থায়ী পদে যোগদানের জন্য যে সব যুবকরা ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন, এই প্রকল্প থেকে তাদের বঞ্চিত করাও এর অন্যতম লক্ষ্য।

বাস্তবে এটা দেশের যুবসমাজের সঙ্গে একটা সুপরিকল্পিত চাতুরি। এর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন অংশে সঙ্গত কারণেই গণবিস্ফোরণ ঘটছে। আমরা ছাত্র এবং যুবসমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে সমর্থন করি, কিন্তু বলতে চাই সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের মাধ্যমেই একমাত্র এই দাবি অর্জন করা সম্ভব। আশা করি বিক্ষোভকারীরা এ কথা ভাববেন এবং সেই অনুযায়ী চলবেন।

অগ্নিপথ আগুন ধরিয়েছে জমে থাকা ক্ষোভের বারুদে

ঠিকায় সেনা নিয়োগের 'অগ্নিপথ' প্রকল্প কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে গোটা দেশে। হাজারে হাজারে চাকরিপ্রার্থী তরুণ প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বিক্ষোভকারীদের অনেকে আহত, গ্রেপ্তার বহু, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

বিহার থেকে শুরু হয়ে বিক্ষোভের আগুন যে দ্রুততা ও তীব্রতার সঙ্গে একের পর এক রাজ্যে ছড়িয়েছে, যে বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে অসংখ্য তরুণ রাস্তায় নেমে সরকারবিরোধী ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, তা থেকে দেশের বেকার সমস্যার ভয়াবহ চেহারাটা নগ্ন হয়ে গেল। এই প্রবল ক্ষোভের যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

সরকারে বসার মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি শূন্যে মিলিয়ে গিয়ে কর্মহীনতা আজ গত ৪৫ বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এই অবস্থায় কয়েকটি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোট ও ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতার হাজরা মোড়ে বিক্ষোভ। ১৮ জুন। (ডানদিকে) কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। খবর ৮ পাতায়

এসএসসি ও নার্স নিয়োগে দুর্নীতি ● দলবাজি ● বেকারি ● নারী নির্যাতন ● দুয়ারে মদ প্রকল্প ● আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ● জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সহ সরকারের সমস্ত জনস্বার্থবিরোধী নীতি প্রতিরোধে

২৯ জুন
গণ আইন অমান্য
সফল করুন

জমায়েত ঃ রামলীলা পার্ক, কলকাতা। বেলা - ১টা

জেলায় জেলায় চলছে আইন অমান্যের প্রচার। সর্বত্রই জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া

বিজেপির বুলডোজার পিষছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে

বুলডোজারই কি এখন আইনের প্রতীকে পরিণত হবে বিজেপি শাসিত ভারতে?

প্রশ্নটা তুলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিচারপতি সহ আইন ও বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ১২ জন বিশিষ্ট মানুষ। ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি লিখে তাঁরা আর্জি জানিয়েছেন, বিজেপির দুই মুখপাত্রের জঘন্য মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ মোকাবিলার নামে বিজেপি সরকার যা করেছে তা 'মুসলিম ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের কর্ণধারদের হিংস্র নিপীড়ন ছাড়া কিছু নয়।' ১৪ জুন পাঠানো এই চিঠিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি, ভি গোপাল গৌড়, এ কে গাঙ্গুলীর সাথে সই করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও ল কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এ পি শাহ, মাদ্রাজ ও কর্ণাটক হাইকোর্টের দুই প্রাক্তন বিচারপতি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শান্তিভূষণ সহ ৬ জন খ্যাতনামা আইনজীবী। তাঁরা লিখেছেন, এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য বিক্ষোভকারীদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া 'আইনের শাসনকে পুরোপুরি ধ্বংস করার মতো কাজ, যা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না।'

বিজেপির দুই জাতীয় মুখপাত্র ইসলাম ধর্মকে জড়িয়ে যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ক্ষমার অযোগ্য অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন সরকার তার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করেনি। আন্তর্জাতিক মহলে এ নিয়ে তীব্র সমালোচনার পর বিজেপি দল থেকে তাদের সাময়িক লোক দেখানো সাসপেন্ড করেছে মাত্র। এই জঘন্য মন্তব্যকে সারা ভারতেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ধিক্কার জানিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ এবং আহত মন নিয়ে বহু মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। আবার তাঁদের মধ্যে জমে থাকা স্বাভাবিক ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল বিক্ষোভের নামে কিছু অনভিপ্রেত আচরণে মদত দিয়েছে, যা আসলে বিজেপি-সংঘ পরিবারের হিন্দু এবং ইসলামিক উভয় মৌলবাদকে উস্কানি দেওয়ার হীন

পাঁচের পাতায় দেখুন

অগ্নিপথের আগুন

একের পাতার পর

গত ১৪ জুন প্রধানমন্ত্রী ১০ লক্ষ সরকারি চাকরির ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ৪৫ হাজার ঠিকা-সেনার এই 'অগ্নিপথ' প্রকল্প। এই প্রকল্পে মাত্র চার বছরের জন্য মাসিক ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা বেতনে সেনাবাহিনীতে কাজ পাবেন যুবকরা। তাঁদের গালভরা নাম 'অগ্নিবীর'। চার বছর পরে এঁদের ৭৫ শতাংশের হাতে ১১ থেকে ১২ লক্ষ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর দেওয়ানো হবে। চাকরি শেষে পেনশন দূরের কথা, পিএফ-গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থাও থাকবে না। অর্থাৎ ২২ থেকে ২৭ বছর বয়সের মধ্যেই এই তরুণরা আবার কর্মহীন হয়ে পড়বেন। পুঁজি বলতে ওই সামান্য টাকা, চার বছর পরে যার মূল্য কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকবে কেউ জানে না।

চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ তরুণের সঙ্গে মোদি সরকারের এই কৌশলী প্রতারণা, এই ধূর্ত শঠতার বিরুদ্ধে সঙ্গত কারণেই দেশ জুড়ে অগ্নিস্রাবী ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে। বিপদ বুঝে

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় ওড়িশায় ছাত্র-যুব বিক্ষোভ। ১৮ জুন

আবেদনকারীর বয়সসীমা বাড়ানো থেকে শুরু করে একের পর এক শর্ত আলগা করছে সরকার। কিন্তু কাজের আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাকলেও চার বছরের চুক্তিতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঠিকা-সেনার কাজ করতে রাজি নয় দেশের তরুণ-সমাজ।

তীব্র বেকার সমস্যায় বিপর্যস্ত এই দেশে গত দু'বছরের অতিমারি পরিস্থিতি অসংখ্য পরিবারকে পথে বসিয়েছে। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে কাজ চলে গেছে অসংখ্য মানুষের। ছাঁটাই হয়ে, অর্ধেক বা তারও কম বেতনে সংসারের জোয়াল টানতে টানতে অবসন্ন আরও বহু জন। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র সেনাবাহিনীর দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন দেশের তরুণ-যুবকরা। গত দু'বছর নিয়োগ বন্ধ থাকার পর এ বছর সেখানে বড় সংখ্যায় নিয়োগ হবে— এই আশায় অনেকেই ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেনা-বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ট্রেনিং নিয়েছেন। অসংখ্য তরুণ প্রতিদিন সেনাবাহিনীতে কাজ পাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে সকাল-বিকেল কঠোর শারীরিক কসরত করেন। এই অবস্থায় চার বছরের জন্য ঠিকায় সেনা নিয়োগের এই ঘোষণা তাঁদের আশা-ভরসার মুখে বিরাট এক থাপ্পড়ের মতো এসে পড়েছে। অবসর নেওয়ার পর বাকি জীবনটা কী ভাবে কাটবে, সেইসময় বয়স বেশ খানিকটা বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে কোথায় কাজের সুযোগ মিলবে, কী করেই বা পরিজনদের জন্য দু-মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করা যাবে— এইসব প্রশ্নের আঘাত তাঁদের অস্থির করে তুলেছে। দেশজোড়া এই প্রবল যুববিক্ষোভ তারই বহিঃপ্রকাশ।

ঠিকায় সেনা নিয়োগের এই ঘোষণা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এনে দিল। স্পষ্ট করে দিয়ে গেল, অচিরেই ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি বানিয়ে ফেলার ঢাক পেটানো বিজেপি সরকারের রাজকোষের হাঁড়ির হালটিকে। স্বাধীনতার পর গত ৭৫ বছরে কেন্দ্রে একের পর এক যে সরকারগুলি শাসন চালিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রের মালিক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে মালিকের মুনাফার স্বার্থে দেশের খেটে-খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শোষণের কাজটি করে গেছে। সেই পথ ধরে কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকার দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুরু করে জনসাধারণের হাড়ভাঙা শ্রমে গড়ে ওঠা সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সম্পত্তিগুলিকে একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের মুনাফা-লুটের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পুঁজিপতিদের অগুণতি ছাড় ও অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য করে ফেলেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রী-আমলা ও পারিষদদের ব্যাপক দুর্নীতি ও অবাধ লুঠতরাজ, জনগণের ঘাম-ঝরানো শ্রমের টাকায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বড়কর্তাদের দেদার বিলাস-ব্যসন ও আড়ম্বর। এই করতে করতে রাজকোষের পরিস্থিতি আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সেনাবাহিনীর মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভের কর্মীদের পর্যন্ত উপযুক্ত বেতন দিতে, অবসরের পর তাঁদের পেনশনের বন্দোবস্তটুকু করতেও এই সরকার আজ হিমসিম খাচ্ছে। এই অবস্থায় শিল্পপতি-ধনকুবেরদের বিপুল মুনাফায় হাত না দিয়ে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহণ সহ জনসাধারণের জন্য পরিষেবামূলক প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ ছাঁটাই করে তারা সমস্যা সামাল দিতে চাইছে। চাকরির স্থায়ী পদগুলিকে অস্থায়ী করে দিচ্ছে। পিএফ, পেনশনের দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের এ হল ঘোষিত নীতি। এবার 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকেও এর আওতায় আনার অপচেষ্টা শুরু হল। এভাবেই অবিরাম লুঠতরাজে শূন্য হয়ে যাওয়া রাজকোষের বোঝা সরকার চাপিয়ে দিতে চাইছে বেকার সমস্যায় জর্জরিত খেটে খেতে চাওয়া দেশের তরুণ সমাজের কাঁধে। এই পথেই সাধারণ সৈনিকদের ভাতে মেরে উন্নত প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আধুনিক অস্ত্রের সম্ভার বাড়ানোর টাকা জোগাড়ের মতলব করছে সরকার।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক, যে কোনও সঙ্কট থেকে জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতে বারবারই দেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবোধ প্রচারের আশ্রয় নিতে দেখা গেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। প্রতিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী-নেতারা এ কাজে হাতিয়ার করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকদের। চাকরি করতে গিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে তাঁদের কষ্টকর দিনযাপন, সর্বোপরি প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও কর্তব্য পালন— ইত্যাদি বিষয়কে 'দেশপ্রেম'-এর গরিমা-রসে ডুবিয়ে দেশের মানুষের কাছে পরিবেশন করেছেন এবং ভোটে তার ফয়দা লুটেছেন মোদিজি ও তাঁর সহযোগীরা। দেশবাসীর মনে দেশপ্রেমের সেন্টিমেন্ট জাগাতে সৈনিকদের তাঁরা বিজ্ঞাপনের মুখ করেছেন বারবার। কিন্তু এসবই যে মোদিজিদের নেহাত স্বার্থসিদ্ধির দাবার চাল, তা প্রমাণ করে দিল এই 'অগ্নিপথ' প্রকল্প। দেখিয়ে দিল, মুখে যাই বলুক, এই সৈনিকরা বাস্তবে এক প্রখ্যাত গায়ক-কবি কথিত 'দেশপ্রেমের দিনমজুর' ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কারণেই আজ সেই 'মহান' সৈনিকদের স্রেফ ঠিকা-শ্রমিকে পরিণত করতে মোদি সরকারের এক মুহূর্তেরও দ্বিধা হয়নি। ঠিক সেই কারণেই বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র বলতে বাধেনি যে, চার বছর পর অবসরপ্রাপ্ত 'অগ্নিবীর'দের জন্য তাঁদের দলীয় দপ্তরের দারোয়ানের পদগুলি খালি রাখা হবে।

এতদিন ধরে চলে আসা পদ্ধতি পাল্টে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি চালু করার আগে ক্ষমতাগর্বী মোদি সরকার কিন্তু দেশের মানুষের সঙ্গে বিষয়টির ভালোমন্দ নিয়ে একবার আলোচনার প্রয়োজনটুকুও বোধ করেনি। মোদিজিরা ভেবেছিলেন, গোটা শাসনকাল ধরে নোট-বাতিল থেকে একের পর এক যে হঠকারী ও জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তগুলি জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা পার পেয়ে এসেছেন, এবারেও সেভাবেই নিস্তার পেয়ে যাবেন। বুঝতে পারেননি, এভাবে জনরোষ ফুঁসে উঠবে তাঁদের বিরুদ্ধে। আসলে এই জনরোষ বিজেপি সরকারের অপশাসন, ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, জনগণের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব, সর্বোপরি ভয়াবহ বেকারত্বের কারণে জনমনে জমে থাকা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। অগ্নিপথ সেই বারুদে আগুন দিয়েছে মাত্র।

এই বিক্ষোভ দেখিয়ে দিয়ে গেল, বিজেপি সরকারের অপশাসনে গরিবি-বেকারিতে চূড়ান্ত জর্জরিত দেশের তরুণসমাজের বুকের মধ্যে কী অসহনীয় ক্ষোভের বারুদ জমা হয়ে রয়েছে। যুববিক্ষোভের এই তীব্র আগুনে অবশ্যই এই সরকার ভয় পেয়েছে। তাই একের পর এক আপসের কথা উঠে আসছে মন্ত্রী-নেতাদের কথার সুরে। কিন্তু বিক্ষোভকারী তরুণদের বুঝতে হবে, বিজেপি সরকারের মতো একটা চূড়ান্ত ধুরন্ধর ও নীতিহীন সরকারকে নতি স্বীকার করাতে হলে এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুসংগঠিত রূপ দিতে হবে। আন্দোলনকারী তরুণদের খুঁটিয়ে বুঝতে হবে, কার স্বার্থে এই পুঁজিবাদী সরকার স্থায়ী চাকরি, অবসরকালীন অধিকারগুলিকে অতীত ইতিহাস বানিয়ে দিচ্ছে। জানতে হবে এর পিছনে থাকা রাজনীতিকে।

শ্রমিক-কর্মচারী থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীতে চাকরিপ্রার্থী তরুণদের প্রতারিত করার এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র দু-চারদিনের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে রোখা যাবে না। তার জন্য চাই সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত গণআন্দোলনের লাগাতার চাপ। দিল্লি সীমান্তে দীর্ঘ এক বছর ধরে দেশের কৃষক সমাজ সংগঠিত ও লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ের যে নজির তৈরি করেছে, বিক্ষোভকারীদের সেই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। খুঁজে নিতে হবে আন্দোলনের সঠিক দিকনির্দেশকারী শক্তিকে।

জীবনাবসান

দলের কলকাতা জেলার উল্টোডাঙা-মানিকতলা আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড শিবু (শিবনারায়ণ) কর্মকার ১৫ জুন মধ্যরাতে গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

কমরেড শিবু কর্মকার গত ষাটের দশকের মাঝামাঝি পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে রাজ্য কমিটির প্রয়াত সদস্য ও উল্টোডাঙা আঞ্চলিক কমিটির তৎকালীন সম্পাদক কমরেড বাদল পালের মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। সদ্য পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে এ দেশে আগত তাঁর জীবন সেদিন ছিল নানা সমস্যা ও অনিশ্চয়তায় ভরা। দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি এক উন্নত জীবনবোধের সন্ধান পান। শুরু হয় নিজেকে ভেঙে গড়ার এক নতুন সংগ্রাম। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও এই সংগ্রাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে গিয়েছেন।

১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে রাজ্যে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। প্রথম দিকে সাধারণ কর্মী হিসাবে, পরবর্তী সময়ে সচেতন সক্রিয় কর্মী ও সংগঠক হিসাবে। স্থানীয় ভিত্তিতে নানা সময়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। জেলার বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনেও তিনি দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। দল যখন যে দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছে, তিনি হাসিমুখে তা পালন করেছেন। তাঁর সহজ সরল নিরহঙ্কার আচরণ এবং সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার সহজাত ক্ষমতা শুধু দলের কর্মীদেরই নয়, এলাকার সাধারণ মানুষকেও আকৃষ্ট করেছে।

তাঁর মরদেহ উল্টোডাঙা অফিসে নিয়ে আসা হলে পার্টির কর্মীরা ছাড়াও বহু স্থানীয় মানুষ সমবেত হয়ে কমরেড শিবু কর্মকারকে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান উল্টোডাঙা মানিকতলা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড সতীশ কর্মকার, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী, রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড রবি বসু, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক সাহা সহ আরও অনেকে। নিমতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড শিবু কর্মকার লাল সেলাম

এমএসপি-র প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে মোদি সরকারকে

দাবি এ আই কে কে এম এস-এর

কৃষকদের দাবি উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বাহানার শেষ নেই। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী তিনটি কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার সহ দিল্লির ঐতিহাসিক এবং বীরত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল— ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনসঙ্গত করতে হবে এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি উৎপাদন ব্যয়ের দেড়গুণ মূল্যে সরকারকে কিনতে হবে। প্রায় এক বছর ধরে চলা বিরামহীন কৃষক আন্দোলনের চাপে মোদি সরকার বাধ্য হয়ে তিনটি কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করেছিল এবং কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষিপণ্য ক্রয়ের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনও ইতিবাচক ব্যবস্থাই নেয়নি। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে কৃষিকদের দাবিগুলি সম্পর্কে ভ্রান্ত এবং ঘোলাটে ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তারা আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করে সেই অশুভ উদ্দেশ্যে কিছু মিথ্যা কুযুক্তি বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং তাদের পেটোয়া অর্থনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা মূলত দুটি যুক্তি তুলছেন। তাদের প্রথম যুক্তি হল ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনসঙ্গত করতে হলে এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষিজাত পণ্য কিনতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকার এই মুহূর্তে প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। এই অবস্থায় এত বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া সরকার যদি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সমস্ত কৃষিজাত পণ্য কিনে নেয় তা হলে বাজারে কৃষিপণ্যের দাম চড়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষ আরও বেশি সমস্যায় পড়বে। তাদের বক্তব্য, যারা কৃষিজাত পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দাবি করছে তারা শ্রমিক, দরিদ্র শহরবাসী, কৃষিশ্রমিক প্রভৃতি নিম্ন আয়ের মানুষদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করছে।

এই বক্তব্য কি আদৌ সঠিক? নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া যে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিদিন ঘটে চলেছে তা কি এমএসপি-র জন্য? যদি এমএসপি-ই মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয় তা হলে যে সব পণ্যে এমএসপি নেই তার দাম বাড়ছে কেন? শিল্পজাত পণ্যেরই বা দাম বাড়ছে কেন? পেট্রল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের এই আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি কেন? কৃষকরা আলু এবং পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন ২ টাকা কেজি দরে। আর বাজারে সেই আলু পেঁয়াজ সাধারণ মানুষ কিনছেন ৩০ টাকায়। এর কারণ কী? তা কি কৃষককে আলু পেঁয়াজের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিতে হচ্ছে বলে? মোটেই তা নয়। এর কারণ, কৃষকের বিক্রি করা ফসলের পুরোটা গিয়ে জমা হচ্ছে বড় ব্যবসায়ী এবং বহুজাতিক কোম্পানিদের হাতে। তারাই পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তারই ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের গগনচুম্বী দামবৃদ্ধি ঘটছে। এর সঙ্গে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কোনও সম্পর্কই নেই।

দ্বিতীয়ত, এর জন্য অনেক টাকা লাগবে বলে যে কথা বলা হচ্ছে সেই প্রশ্নে আসা যাক। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সমস্ত কৃষিপণ্য কিনতে সরকারের কত টাকা লাগবে? বর্তমানে এমএসপি-র অধীনে আছে মাত্র ২৩টি কৃষিজ পণ্য। এর মধ্যে রয়েছে ধান, গম, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, রাগি এবং যব সহ সাতটি দানাশস্য ছোলা, অড়হর, মুগ, মসুর, উরত, প্রভৃতি পাঁচটি ডাল;বাদাম, সয়াবিন, রেপসিড, সরষে, সূর্যমুখী প্রভৃতি সাতটি তৈলবীজ এবং আখ, তুলো, কাঁচা পাট প্রভৃতি চারটি বাণিজ্যিক ফসল। এই ২৩টি ফসলের মোট ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হল ১০.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল এই সব পণ্যের পুরোটা বাজারজাত হয় না। কারণ, খাদ্যশস্যের একটা অংশ কৃষকরা নিজেরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, বিক্রি করে না। কিছু শস্য বীজ হিসেবে পরবর্তী মরসুমের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। বেশ কিছুটা পরিমাণ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দেখা গেছে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের যে অংশ বাজারজাত হয় তার পরিমাণ এইরকম ক) রাগি-৫০ শতাংশেরও কম (খ) গম-৭৫ শতাংশ (গ) ধান-৮০ শতাংশ (ঘ) আখ-৮৫ শতাংশ (ঙ) অধিকাংশ ডাল-৯০ শতাংশ (চ) তুলো, পাট প্রভৃতি-৯৫ শতাংশ। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের গড় বাজারজাত পরিমাণ ৭৫ শতাংশ ধরলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কিনতে সরকারের মাত্র ৮ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হবে অঙ্কের হিসাবে, বাস্তবে ব্যয় হবে আরও কম।

প্রথমত, আখ এর থেকে বাদ হয়েই যায়। কারণ, আখের দাম চোকায় চিনিকল মালিকেরা। চিনিকল মালিকেরা কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি আখ কেনে। কাজেই দাম দেয় তারাই, সরকার নয়।

দ্বিতীয়ত, তুলো বা পাটের মতো কৃষিপণ্যের সবটা সরকারের কিনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সরকারের উচিত এইসব ফসলের বেশ কিছুটা অংশ কিনে নেওয়া যাতে বাজারে একটা প্রভাব তৈরি করা সম্ভব হয়। দেখা গেছে, ২০১৯-২০২০ আর্থিক বর্ষে দেশে মোট উৎপাদিত ৩৫০.৫০ লক্ষ বেল তুলোর মধ্যে সরকার ৮৭.৮৫ লক্ষ বেল তুলো কিনেছিল। এর ফলে বাজারে একটা প্রভাব তৈরি হয়েছিল এবং কৃষকরাও খোলাবাজারে তুলো মোটামুটি ভালো দামে বিক্রি করতে পেরেছিল। সুতরাং সরকার যদি ঘোষণা করে যে মোট উৎপাদিত তুলো এবং পাটের ৪০ শতাংশ সে কিনে নেবে তা হলে কৃষকরা বাকি তুলো এবং পাট খোলা বাজারেও যথেষ্ট লাভজনক দামেই বিক্রি করতে পারবে। সরকারেরও আর্থিক বোঝা অনেকটা কমবে।

তৃতীয়ত, সরকারের উচিত খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য ন্যায্যমূল্যে কিনে জনসাধারণের কাছে সস্তা দরে বিক্রি করা। কারণ মানুষকে খাওয়ানো সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এর ফলে একটা বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারের কোষাগারে ফিরে আসবে এবং একই সঙ্গে জনসাধারণও ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসিপত্র কিনতে পারবে।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে সরকারকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের জন্য বর্তমান বার্ষিক ৩.২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ের ওপর আরও অতিরিক্ত এক থেকে দেড় লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিছুই নয়। কারণ, বহুজাতিক পুঁজির সেবা করার জন্য সরকার প্রতি বছর বহু লক্ষ কোটি টাকা খরচ করছে। তা হলে কৃষকসমাজ সহ ১৩০ কোটি সাধারণ মানুষের দুর্দশা খানিকটা লাঘব করার জন্য এই সামান্য পরিমাণ টাকা তারা খরচ করবে না কেন? এ আই কে কে এম এস মাত্র দুটো প্রস্তাব রেখেছে। এক, সরকারকে লাভজনক মূল্য, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয়ের দেড়গুণ দামে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কৃষিজাত পণ্য কিনতে হবে। দুই, সরকারকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্য জনসাধারণের কাছে সস্তা দরে বিক্রি করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ তা সহজে কিনতে পারে। একই সাথে সার বীজ কীটনাশক সহ কৃষি উপকরণে সরকারকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভরতুকি দিতে হবে। জনসাধারণের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকলে এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও এ কাজ করা সম্ভব।

এই জনমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হলে সরকারকে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সবরকম পুঁজিপতি বা বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া, কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি কৃষিজাত পণ্য কেনার জন্য সরকারকে কৃষকদের পক্ষে সুবিধাজনক জায়গায় সরকারি কৃষি মাণ্ডি তৈরি করতে হবে এবং জনসাধারণের কাছে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রির জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। একেই বলা হয়, 'খাদ্যশস্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য'।

কৃষক আন্দোলনের এই মুহূর্তের কর্তব্য হল 'পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু কর'— এই দাবির পক্ষে প্রচার জোরদার করা এবং তা চালু করতে সরকারকে বাধ্য করা। কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জন্য খাদ্যশস্য সহ সমস্ত কৃষিজাত পণ্য ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করার এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

নূপুর শর্মা, বিজেপি ও অগ্নিশর্মা আরব মুলুক

কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মা ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক পয়গম্বর হজরত মহম্মদ সম্পর্কে অত্যন্ত কদর্য মন্তব্য করেছেন। তা নিয়ে দেশ-বিদেশে বিশেষত আরবীয় ইসলামিক দেশগুলিতে প্রবল আলোড়ন শুরু হয়েছে। উপসাগরীয় ইসলামিক দেশগুলি ভারতের সাথে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকি দিয়েছে। পরিণামে বিজেপি নূপুর শর্মাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করেছে দল থেকে। এটা নেহাতই ড্যামেজ কন্ট্রোলের আশু কৌশল। সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র নেত্রী হিসেবে নূপুরের আত্মপ্রকাশ। ২০০৮ সালে সংসদ হামলায় অভিযুক্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এ আর গিলানির মুখে থুতু ছিটিয়ে প্রচারের আলোয় আসেন নূপুর। পরে অধ্যাপক গিলানি আদালতে বেকসুর খালাস পেয়ে যান, কিন্তু নূপুরের পদোন্নতি ঘটতে থাকে।

নূপুর শর্মা বা তার আপত্তিকর কটূক্তি কোনও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং বিভাজনের যে রাজনীতি বিজেপি সযত্নে অনুশীলন করে, নূপুর তারই অনিবার্য ফসল। যে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং মুসলিমদের উইপোকার মতো টিপে মারার এবং এনআরসির মাধ্যমে দেশছাড়া করার প্রকাশ্য হুমকি দেন, যে দলের নেতা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা 'গোলি মারো শালোকো' বলে পুলিশের উপস্থিতিতে নির্বিবাদে দাঙ্গা সংগঠিত করেন, সেই দলের নেত্রীর কাছে এর কম কী আর আশা করা যায়! গোল বাধিয়েছে সমাজমাধ্যম। ইসলামিক দেশগুলির আমজনতা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র প্রধানদের উপরে চাপ সৃষ্টি করায় তারা নড়েচড়ে বসেছেন। তাই বিজেপির এই লোকদেখানো 'ব্যবস্থা গ্রহণ'! পরবর্তীকালে অবস্থা স্বাভাবিক হলে এই নূপুরের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে তাকে আরও উঁচুপদে বসানো হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এর আগে আমরা উত্তরপ্রদেশে দেখেছি সাংসদ যোগী আদিত্যনাথের উপস্থিতিতে বিজেপির এক যুব নেতা মুসলিম নারীকে কবর থেকে তুলে ধর্ষণের নিদান দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ পেয়ে যোগী পুরস্কৃত হয়েছেন! তখন অবশ্য উপসাগরীয় মুসলিম দেশগুলোর কানে কোনও বার্তা পৌঁছয়নি!

২০১৪ সালে দ্বেষপ্রিয় বিজেপির দাঙ্গাখ্যাত নরেন্দ্র মোদি এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নির্বাচিত হওয়ার পরই সারা দেশ জুড়ে ধর্মীয় ঘৃণা ও হিংসার চাষাবাদ শুরু হয় নতুন উদ্যমে। এক বছরের মধ্যেই ইসলামি জঙ্গি আইসিস উপদ্রুত সিরিয়া, নাইজেরিয়া ও ইরাকের পাশেই জায়গা করে নেয় 'আচ্ছে দিন'-এর মোদি-ভারত। আন্তর্জাতিক সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষা অনুযায়ী ১০ নম্বরের মধ্যে ৯.২ নম্বর পেয়ে সিরিয়া এক নম্বরে, ৯.১ নম্বর পেয়ে নাইজেরিয়া দ্বিতীয় এবং ৮.৯ নম্বর পেয়ে ইরাক তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আর মোদিজির ভারত ৮.৭ নম্বর পেয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানাধিকারী হয়। 'চিরশত্রু' পাকিস্তান এ ব্যাপারে ভারতের চেয়ে খানিকটা পিছিয়ে পড়ে। দশের মধ্যে ৭.২ নম্বর পেয়ে তাদের স্থান হয় ১০ নম্বরে।

মোদিজি প্রথমবার দিল্লির কুর্সিতে বসার ঠিক চার মাসের মাথায় উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে ফ্রিজে গোমাংস রাখার কাল্পনিক অভিযোগে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় মহম্মদ আখলাককে। বিজেপি নেতার পুত্র সহ ১৫ জন অভিযুক্ত হয় ওই ঘটনায়। ঘটনার তদন্তকারী অফিসার আইসি পদমর্যাদার সুবোধ কুমার সিংকে ২০১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর বুলন্দশহরে পুলিশের সামনেই গুলি করে ও পিটিয়ে হত্যা করে উন্মত্ত গো-সন্তানরা। আখলাকের পর নিরীহ কিশোর ছাত্র জুনায়েদ থেকে শুরু করে পেহলু খান,

ছয়ের পাতায় দেখুন

বন্যা ও ভাঙন সমস্যা সমাধানের দাবি

চলতি বছরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সেচ ও প্রশাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও বড় খাল সংস্কার করা হয়নি। নদীতে বেআইনি মাছের ভেড়ি ও ইটভাটা অপসারণের প্রতিশ্রুতিও কার্যকর করা হয়নি। এর প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে ১৩ জুন ভুক্তভোগী নাগরিকরা মিছিল করে জেলাশাসক ও সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ডেপুটেশন দেন।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, আসন্ন বর্ষায় বন্যা প্রতিরোধ ও জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সমস্ত নিকাশি খাল সংস্কার জরুরি। তিনি বলেন, গত বর্ষায় জেলার ২৫টি ব্লকই কম-বেশি বন্যা কবলিত ও জলবন্দি হয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। সেই সময় জেলা প্রশাসন ও সেচ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, বর্ষার পরপরই নিকাশি খালগুলি সংস্কার এবং নদীর ভেতরে বেআইনি মাছের ভেড়ি-ইটভাটা ও অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ করা হবে। সেই মতো সমস্ত মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সবাইকে নিয়ে মহকুমাভিত্তিক কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এক বছর চলে গেলেও প্রশাসনের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর হয়নি। ফলে প্রায় সব ব্লকের অধিবাসীরাই চলতি বর্ষায় জলবন্দি হওয়ার আতঙ্কে ভুগছেন।

নিয়োগে দুর্নীতি, স্কুলে ছুটি বাড়ানোর বিরুদ্ধে বিপিটিএ-র বিক্ষোভ

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি এবং ২৬ জুন পর্যন্ত গরমের ছুটি বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ১৪ জুন সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। কলকাতার কলেজ স্ট্রিট সহ জেলায় জেলায় প্রতিবাদ সভা হয়। কলেজ স্ট্রিটের সভায় (ছবি) বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিকাশ নস্কর, কলকাতা জেলা সম্পাদিকা সুমিতা মুখার্জি, হাওড়া জেলা সম্পাদক শ্রীমন্ত ধাড়া, কৌস্তভ চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অপরিকল্পিত ছুটি বাতিল করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি করেছে সমিতি। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দুর্নীতিমুক্ত ভাবে মেধা তালিকার ভিত্তিতে টেট পাশ সমস্ত ট্রেন্ডদের নিয়োগের দাবিতে সর্বস্তরের শিক্ষক ছাত্র অভিভাবকদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ব্যয়বহুল পণ্যে পরিণত করে তুলছে। সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে, মানুষ হারাচ্ছেন স্বাস্থ্যের অধিকার। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে বাঁকুড়া হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে ১২ জুন সিডিপিও হলে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি ডাঃ সুভাষ মণ্ডল। প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সজল বিশ্বাস, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক ডাঃ তন্ময় মণ্ডল, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে লক্ষ্মী সরকার। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন গ্রামীণ চিকিৎসক, মেডিকেল ছাত্র, মেডিকেল কলেজের কর্মচারী, বিশিষ্ট নাগরিক সহ দেড় শতাধিক মানুষ। পাশের জেলা পুরুলিয়া থেকেও গ্রামীণ চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড-এর মাধ্যমে যে শুধুমাত্র অপারেশন করা হবে, অন্যান্য চিকিৎসা হবে না, তা নিয়ে আলোচনা করেন ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু। ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া বলেন, চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সকলের আছে। তিনি মেডিকেল এথিক্স নিয়ে আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি নিয়ে প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর দেন ডাঃ সজল বিশ্বাস। ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি বলেন, স্বাস্থ্যের অধিকার একমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে লক্ষ্মী সরকার সকলকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানান।

শ্রমমন্ত্রীকে দাবিপত্র পেশ

রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ২০ দফা দাবি নিয়ে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাসের নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধিদল ৯ জুন নব মহাকরণে শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন।

গত ১১ বছর রাজ্যের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সংশোধন হয়নি। আলোচনায় মন্ত্রী জানান, আগামী ৩০ জুন এ বিষয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে এবং তা দ্রুত সংশোধন করা হবে। কারখানা ৬ মাস বন্ধ থাকলে শ্রমিকরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভাতা পান। সংগঠনের দাবি ছিল, ২ মাস বন্ধ থাকলে এই ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মন্ত্রী ৩ মাসের দাবি মেনে নেন। বন্ধ চটকল খোলা, বিড়ি শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। প্রতিনিধিরা জানান, অবিলম্বে দাবি মেনে না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

পঞ্চায়েতী ট্যাক্স কালেক্টরদের বিক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাক্স কালেক্টররা ১৭ জুন কলকাতার রাজপথে মিছিল করলেন। ট্যাক্স কালেক্টররা তীব্র বঞ্চনার শিকার। ২০০৯-এর এপ্রিল থেকে তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় ৭৫০ টাকা, যার মধ্যে ৬০০ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে এবং ১৫০ টাকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে দেওয়া হয়।

এ ছাড়া আয় হিসাবে তাঁরা উপার্জন করেন ১৯৮৭ সালের নির্ধারিত হারে আদায়ীকৃত করের উপর কমিশন। অর্থাৎ ট্যাক্স কালেক্টরদের মাসিক উপার্জনের ভিত্তি হল— ১২ বছর পূর্বের নির্ধারিত মজুরি এবং ৩৫ বছর পূর্বের নির্ধারিত কমিশন ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের অধীন ট্যাক্স কালেক্টরদের গড় মাসিক আয় সর্বাধিক ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা মাত্র। এই টাকায় জীবনধারণ সম্ভব? এই বঞ্চনার প্রতিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন।

মাসিক ১০ হাজার টাকা হারে রেমুনারেশন, ৫ লক্ষ টাকা অবসরকালীন অনুদান প্রাদন এবং পুনর্নবীকরণ প্রথার বিলুপ্তি, পেনশন ও সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা সহ ১০ দফা দাবিতে ১৭ জুন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেডে ওয়াই চ্যানেল পর্যন্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাসের নেতৃত্বে এক সুসজ্জিত মিছিল আয়োজিত হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভাপতি সুনির্মল দাসের নেতৃত্বে পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন সভাপতি ইন্দুভূষণ গায়েন এবং সভা পরিচালনা করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সম্পা পাল। বক্তব্য রাখেন হরিপদ হালদার, বীরেন ভৌমিক, প্রফুল্ল মণ্ডল, বৈদ্যনাথ শীল, দিবেন্দু মণ্ডল, আমজাদ আলি চৌধুরী, জয়ন্ত রায়, মুক্তিনাথ ঝা, দীপেন দাস প্রমুখ।

নদিয়ায় স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন

কয়েকদিন আগে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ দু'জন গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে অনৈতিকভাবে টাকা চায়। না দেওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে জাল ওষুধ বিক্রি এবং অবৈধ কাজ করার মিথ্যা অভিযোগ আনে। এর সপক্ষে কোনও প্রমাণ না দিতে পারলেও পুলিশ তাঁদের প্র্যাক্টিস বন্ধ করে দেয় এবং বলে দেড় লক্ষ করে টাকা দিলে তবেই প্র্যাকটিস করতে পারবে। এর বিরুদ্ধে প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১৫ জুন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এসপিকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের নদিয়া জেলা সম্পাদক লক্ষ্মণ শর্মা এবং সভাপতি রবীন্দ্র কুমার রায় অবিলম্বে চিকিৎসকদের ওপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ এবং ওই চিকিৎসকরা যাতে চিকিৎসা শুরু করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতা সারা দেশে। ছবি ঃ (বাম দিক থেকে) ছত্তিশগড়, দিল্লি, হরিয়ানা

বিজেপির বুলডোজার পিষছে গণতন্ত্রকে

একের পাতার পর

পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে যে কোনও সভ্য দেশের শাসকের কাজ কী ছিল? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে জমা ক্ষোভ, নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্ক বোধকে দূর করে বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য তাঁদের আশ্বস্ত করা দরকার ছিল যে সরকার কোনওভাবেই এই ধরনের মন্তব্য সহ্য করবে না। দেশের সকল নাগরিকের ধর্মবিশ্বাস, রীতি, সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার যাতে খর্ব না হয় সরকার সে ব্যাপারে সক্রিয় থাকবে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকারকে নিশ্চিত করবে। কিন্তু কী করল সরকার? উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এলাহাবাদে এবং সাহারানপুরে বিক্ষোভকারীদের বাড়িতে বুলডোজার পাঠিয়ে দিয়েছেন। একটা নামকা-ওয়াস্তে নোটিশ দরজায় লটকে দিয়েই বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জাভেদ আহমেদ সহ একাধিক বিক্ষোভকারীর বাড়ি-সম্পত্তি। শুধু এখানেই থামেনি উত্তরপ্রদেশ সরকার—একাধিক জেলা প্রশাসন বড় বড় ব্যানার এবং হোর্ডিংয়ে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মুখের ছবি দিয়ে 'সন্ধান চাই'-এর কায়দায় টাঙিয়ে দিয়েছে। তাদের অপরাধী এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি আমলা, শাসকদলের নেতা আর পুলিশই ঠিক করে দিচ্ছে কারা অপরাধী এবং ক্ষতিকর! আইন, বিচারব্যবস্থা এ সবের যেন কোনও অস্তিত্বই নেই!

প্রাক্তন বিচারপতি এবং বিশিষ্ট আইনজীবীরা চিঠিতে লিখেছেন, পুলিশ এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ঐক্যবদ্ধ এই অভিযান থেকে এই সিদ্ধান্তই টানা যায়— বিচার বহির্ভূত শাস্তিদানের উদ্দেশ্যেই এই কাজ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আতঙ্কগ্রস্ত করতে মুসলিম যুবকদের উপর পুলিশের অত্যাচারের দৃশ্য, তাদের বাড়ি ভাঙার দৃশ্য, পুলিশের তাড়ায় তাদের ছুটে পালানো ইত্যাদি যে কায়দায় সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ানো হয়েছে তা বিবেকবান মানুষকে ধাক্কা দিয়েছে বলে এই চিঠিতে লিখেছেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞরা। তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক শীর্ষ আদালত। ১৬ জুন এই প্রসঙ্গে একটি মামলায় শীর্ষ আদালত উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বলেছে, প্রতিহিংসার বশে কারও বাড়ি ভাঙা যায় না। সরকারকে আইন মেনে চলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আদালত। যদিও আদালত কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি।

আদালতে উত্তরপ্রদেশ সরকারের আইনজীবী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল। তিনি বলেছেন বিক্ষোভের সাথে বাড়ি ভাঙার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সত্যটা ফাঁস করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মৃত্যুঞ্জয় নিজেই। তিনি ১০ তারিখেই বুলডোজারের সাহায্যে বাড়ি ভাঙার ছবি দিয়ে টুইটারে লিখেছেন, 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা যেন মনে রাখে প্রতিটি শুক্রবারের পর একটা শনিবার আসে'। এখন ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বুলডোজার পরিণত হয়েছে আইনের প্রতীকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারও বিরুদ্ধে শুধু কোনও অভিযোগ থাকলেই বুলডোজার পাঠিয়ে তাদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তাই নয়— শাসকদলের নেতারা জনসভায় দাঁড়িয়ে তা নিজেদের অন্যতম কৃতিত্ব হিসাবে তুলেও ধরছেন। যেমন বিনাবিচারে এনকাউন্টার করে অভিযুক্তদের সরাসরি হত্যা করাটাও বিজেপি শাসনের বিশেষ গর্বের বিষয় হয়ে উঠছে। 'অভিযুক্ত' আর 'অপরাধী' এই দুটি শব্দের আলাদা মানে যেন অভিধান থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কিংবা সরকার অথবা যে কেউ কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেই যে তাকে অপরাধী বলা যায় না, অপরাধ আদালতগ্রাহ্য বিচারপ্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করতে হয়, এই সত্যটাই আজ বিলুপ্ত হচ্ছে।

কয়েক মাস আগেই উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের সময় খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের একাধিক জনসভায় এই বুলডোজার নীতির জন্য যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি নেতারা বুলজোডার রাজনীতির ভক্ত হয়ে পড়েছেন। যোগী আদিত্যনাথ সব নির্বাচনী জনসভায় তাঁর বুলডোজার কৃতিত্ব নিয়ে সরব হয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীকে 'বুলডোজার বাবা' হিসাবে তুলে ধরে প্রচার করেছে বিজেপি। এই নব্য 'বাবা'-র নামে গানও বাঁধা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের নামে বিজেপি নেতারা জয়ধ্বনী দেন 'বুলডোজার মামা জিন্দাবাদ'। মধ্যপ্রদেশের এক বিজেপি এমএলএ নিজের বাড়ির সামনে প্রচুর বুলডোজার সাজিয়ে রেখে মুসলিমদের নারী নির্যাতনকারী হিসাবে দেখিয়ে তাদের শায়েস্তা করার স্লোগানও লিখে রেখেছেন। মাত্র কিছুদিন আগেই রামনবমীর মিছিলের নামে অস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিজেপি দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরী, মধ্যপ্রদেশের একাধিক শহরে এবং উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করেছিল। সেখানে অশান্তি হওয়া মাত্র সব কিছুর জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দায়ী করে বুলডোজার দিয়ে তাদের বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীতে প্রতিবাদ হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়, বুলডোজারের গতি রোধ হয়। পরে সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল দিল্লির শাহিনবাগেও বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ হওয়ার পর সরকার বলেছে প্রতিহিংসা নয়, তারা বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়েছিল মাত্র। অদ্ভুতভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেআইনি নির্মাণের কথাটা সরকারের মনে পড়েছে বিজেপি সংঘপরিবারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ার পরেই!

যদি সরকারের বেআইনি নির্মাণ ভাঙার যুক্তিটাকে তর্কের খাতিরেও সঠিক বলে ধরা যায়, তা হলেও প্রশ্ন থাকে— সরকার যথেচ্ছভাবে কারও বাসস্থান ভাঙতে পারে? ১৯৮৫-তে মুম্বাইয়ে ফুটপাতবাসীদের ঝুপড়ি উচ্ছেদের প্রশ্নে 'ওলগা তেলিস বনাম বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল যথাযথ নোটিস, পর্যাপ্ত সময় এবং সঠিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া বেআইনি বলে কোনও বাসস্থান, এমনকি তা ফুটপাথবাসীদের ঝুপড়ি হলেও, ভাঙা যায় না। ২০১০-এ দিল্লি হাইকোর্ট 'সুদামা সিং' মামলায় সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করে দিয়ে বলেছিল, কোনও নাগরিকের জীবন, জীবিকা এবং মানুষ হিসাবে মর্যাদা রক্ষা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আইনের নামে কোনও সরকার তা লঙ্ঘন করতে পারে না। তাই কোনও বাসস্থান, জীবিকার স্থান ভাঙতে গেলে সরকারকে যথাযথ নোটিস শুধু নয় সঠিক পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে।

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে বিজেপি সরকারের চরম ব্যর্থতা আড়াল করতে এখন বিজেপির একমাত্র হাতিয়ার খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটিয়ে খেটে-খাওয়া মানুষকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়া, যাতে সরকারের দিকে তারা আঙুল না তোলে। সে জন্যই মুসলিম মাত্রেই অপরাধী এই জিগির তুলে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, কর্ণাটক, বিহার সহ নানা রাজ্যে বিজেপি নিজেদের শক্তি দেখাতে বুলডোজারকে হাতিয়ার করেছে। বুলডোজার এখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একটি হাতিয়ারে পরিণত। এই বুলডোজারের বিজেপি সরকার গুঁড়িয়ে দিচ্ছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষার টিকে থাকা অবশিষ্টাংশকে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ করা দরকার, আদালত রায় দিলেও তা কার্যকর করার জন্য সরকারকে বাধ্য করেনি। যেখানে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেছেন, আন্দোলন হয়েছে সেখানেই আদালত কিছুটা ভূমিকা নিয়েছে। তাই আদালতের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে গণতন্ত্র রক্ষায় গণতন্ত্রপ্রিয় এবং বামমনস্ক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের পথে যেতে হবে। সেটাই বিজেপির মুখোশ খোলার একমাত্র রাস্তা।

আপনারাই তো ভরসা

কলকাতার মানিকতলা বাজারে ২৯ জুন আইন-অমান্যের প্রচার চলছিল। দলের কর্মীরা এক জনকে প্রচারপত্র দিতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, আপনারাই তো আমাদের ভরসা। আপনাদের আন্দোলনের জন্যই তো আমরা বেঁচে রয়েছি। সরকারগুলি যা করছে— মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি ভয়ঙ্কর, শিক্ষা নেই। আপনারাই তো ইংরেজি, পাশ-ফেল চালুর দাবিতে একটানা লড়ে গেছেন। আপনারাই তো বিদ্যুতের বাড়তি বিলের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ চালিয়েছেন। আমাদের মতো সাধারণ গ্রাহকদের একজোট হতে বলেছেন। আপনারাই তো রাস্তায় রয়েছেন।

আপনাদের তো দিতেই হবে

ওই বাজারেই এক দোকানদারকে প্রচারপত্র দিয়ে অর্থসাহায্যের কথা বললে তিনি বলেন, আপনাদের তো দিতেই হবে। না হলে আপনারা আন্দোলন করবেন কী করে? অন্য দলগুলোর তো সে বালাই নেই। আপনারাই তো একমাত্র আমাদের কথা ভাবেন, আমাদের হয়ে প্রতিবাদ করেন, পুলিশের লাঠি খান। আপনারই আমাদের মতো খেটেখাওয়া মানুষের শক্তি। এই বলে তিনি একশো টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দেন।

এস এস সি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৫ জুন বসিরহাট শহরে মিছিল। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড অজয় বাইন সহ অন্যান্যরা।

পাঠকের মতামত

বিকৃত ইতিহাস

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, ভারতের ইতিহাস বদলে নতুন করে লিখবেন, কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু কেন তারা ইতিহাস পাল্টাতে এতটা মরিয়া ও বেপরোয়া? এর কারণ আরএসএস-বিজেপি চায় তথ্য-প্রমাণ নির্ভর, বস্তুতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস রচনার ধারা প্রবহমান তাকে পাল্টে দিয়ে তাদের মর্জিমাফিক ইতিহাস রচনার পথ প্রশস্ত করতে।

তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এতদিন যে ইতিহাস রচিত হয়ে এসেছে সে সব ইতিহাসকে সরিয়ে বর্তমান শাসক দল ক্ষমতার জোরে ধর্মভিত্তিক গল্প ও লৌকিক কাহিনীকে ভিত্তি করে কল্পিত ইতিহাসকেই সরকারি ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে চাইছে। সরকারি মদতে শিক্ষাব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে মনের মাধুরী মেশানো কাল্পনিক ইতিহাস লেখা এবং তাকে পড়ানোর ও শেখানোর সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করছে তারা। আগামী দিনে ইতিহাস লেখার যাবতীয় সরকারি অর্থ যাবে সেই প্রচেষ্টায়। রাষ্ট্রীয় মদতে রচনা হবে মিথ্যা ও মনগড়া কল্পিত ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস যে হিন্দু-মুসলিম যৌথ সাধনার ফসল তাকে তারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চায়। হিন্দু রাজা-মহারাজাদের গৌরবগাথা ব্যতীত বাকি ইতিহাসকে শত্রুদের তৈরি ইতিহাস বলে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে।

এই মিথ্যা ইতিহাস তৈরির অপচেষ্টার পিছনে রয়েছে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষের রাজনীতির জাল পেতে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে ২০২৪ সালের লোকসভায় আবার ক্ষমতায় ফেরার ষড়যন্ত্র। বিজেপির ৮ বছরের শাসনে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর মতো কোনও কৃতিত্ব নেই। তারা সাধারণ মানুষকে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে এসেছে। এখন তাদের মানুষের কাছে পৌঁছনোর একমাত্র অস্ত্র উগ্র হিন্দুত্ব। তাই ইতিহাসকে হিন্দুত্ববাদী পথে নিয়ে যেতে পারলে বিভেদমূলক রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় হয়। সেই লক্ষ্যেই তারা স্কুলশিক্ষা জীবন থেকে ইতিহাসের পাঠ্য বইতে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পকে ছড়িয়ে দিতে চাইছে।

গোপাল সিংহ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই সম্মেলন
সাগরদিঘি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শাসক দলের বা প্রাক্তন শাসক দলের বড় বড় ইউনিয়ন ছিল। ছিলেন নামীদামি অনেক নেতাও। তাদের আগুনঝরা ভাষণে গরম গরম নানা বুলিতে শ্রমিকরা বহু সময় বিভ্রান্ত হতেন। তাই দলে দলে ঠিকা শ্রমিক নানা সমস্যা নিয়ে শাসক দলের ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসি বা সিটুতে নাম লিখিয়েছেন। ভেবেছেন এরা তাঁদের স্বার্থ নিয়ে আন্দোলন করবে। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যায়— আন্দোলনের রাস্তায় এদের দেখা মেলে না।

এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থায়ী কাজে বহু ঠিকা শ্রমিক যুক্ত। তাঁরা লক্ষ করেছেন এই সংগঠনগুলির নেতারা সংগ্রামের পরিবর্তে নানা রকম আপস করে চলেছেন। এই ঠিকা শ্রমিকরা আইএনটিটিইউসি ও সিটু নেতৃত্বের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এবং প্রশাসন ও ঠিকাদারপ্রেমী ভূমিকায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সাগরদিঘি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। তারপর থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে ন্যায্য মজুরি দেওয়া, বেআইনি ছাঁটাই ও ঠিকাদারদের জুলুমের প্রতিবাদে শুরু হয় ধারাবাহিক আন্দোলন। শ্রমিকরা প্রাণ ফিরে পান। এই আন্দোলন তাঁদের শেখায় শ্রমিকদের দুর্দশার কারণ কী, এর থেকে মুক্তির পথই বা কী। এই আন্দোলন আরও শেখায় শ্রমিকদের মধ্যে আপসকামী ইউনিয়নগুলি কীভাবে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে। শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনার জাগরণ কর্তৃপক্ষ মানতে পারেনি। স্বাভাবিক ভাবেই কর্তৃপক্ষ ও তাঁবেদার ইউনিয়নগুলি একযোগে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সংগঠনকে কোণঠাসা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু সংগ্রামী শ্রমিকরা তা ব্যর্থ করে দেন। শ্রমিকদের প্রবল চাপে কলকাতায় গত ৪ অক্টোবর ২০২১ শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি অংশের শ্রমিকদের মজুরি সংশোধনের চুক্তিতে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ইউনিয়নকে যুক্ত করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। কিন্তু বাকি শ্রমিকদের মজুরি সংশোধন গত ২৮ অক্টোবর সম্পন্ন হওয়ার লিখিত চুক্তি হলেও কর্তৃপক্ষ তা না করে কথার খেলাপ করে। এই পরিস্থিতিতে চুক্তি অনুযায়ী অবশিষ্ট শ্রমিকদের মজুরি সংশোধন ও অন্যান্য দাবিতে চলমান আন্দোলন আরও শক্তিশালী করতে ইউনিয়ন তৎপর হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ জুন সাগরদিঘিতে অনুষ্ঠিত হয় ইউনিয়নের চতুর্থ সম্মেলন। সম্মেলন শুরুর আগেই প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে সম্মেলনস্থল জলমগ্ন হয়ে পড়ে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়। উপস্থিত ২০০-র বেশি প্রতিনিধি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্ল্যান্টের অন্যান্য শ্রমিক ও পথচলতি মানুষ দূর থেকে এই ঘটনা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেন।

প্রধান বক্তা ছিলেন পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সিনহা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সহ সভাপতি কমরেড কাশীনাথ বসাক। সম্মেলনে কমরেড মির্জা নাসিরুদ্দিনকে সভাপতি, বিশ্বজিৎ রাজমাল্লাকে সম্পাদক, জিয়াউর রহমানকে কোষাধ্যক্ষ এবং প্রিয়রঞ্জন বিশ্বাস সহ সাত জনকে সহ সম্পাদক করে ৪১ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। কর্মীরা বলেন, এই সংগঠন তাদের বাঁচার পথ দেখিয়েছে। একটা দীর্ঘ সময় ভুল সংগঠনের সঙ্গে থাকার জন্য তাঁদের অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

অগ্নিশর্মা আরব মুলুক

তিনের পাতার পর

আফরাজুল, তাবরেজ আনসারি একের পর এক নাম যুক্ত হয় মবলিঞ্চিং-এর তালিকায়। এসব নিয়ে অবশ্য কোনও উচ্চবাচ্য করেনি ইসলামিক দেশগুলি। এমনকি ভারতের মুসলিমদের নির্মূল করার হুঙ্কারেও নির্লিপ্ত থেকেছে তারা।

গত বছরের ১৭-২০ ডিসেম্বর উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে সাধুসন্তদের সম্মেলন বা ধর্মসংসদ অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে দেখা যায় বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়কে। সেই মঞ্চ থেকে গণহত্যার মাধ্যমে মুসলিমদের নির্মূল করার ডাক দেওয়া হয়। 'হিন্দু রক্ষা সেনা'র প্রবোধানন্দ গিরি এ দেশের পুলিশ, সেনা, রাজনৈতিক নেতা ও প্রত্যেক হিন্দুকে মুসলমান নির্মূল অভিযানে নামার ডাক দেন। সাধ্বী অন্নপূর্ণা বলেন, 'ওদের নিকেশ করতে হলে আমাদের একশো জন হিন্দু সেনা চাই, যারা ওদের বিশ লক্ষকে খতম করতে পারবে' (বিবিসি বাংলা, দিল্লি, ২৯-১২-২১)। এ হেন মারাত্মক হিংসাত্মক সমাবেশের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই বলে দায় এড়ায় বিজেপি। তাদের সরকারও তথাকথিত সাধুসন্তদের বিরুদ্ধে কোনও রকম কার্যকরী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। প্রথিতযশা আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, দুষ্যন্ত দাভে, সলমন খুরশিদ সহ ৭৬ জন বর্ষীয়ান আইনজীবী সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে লেখা এক খোলা চিঠিতে বলেন, 'এই গণহত্যার আহ্বানের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপ খুব জরুরি, কারণ প্রশাসন কিছুই করছে না।' সে সময় গদি-মিডিয়া নীরব ছিল, যথারীতি নীরব ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সমাজমাধ্যম সরব হওয়ার পর পুলিশ দায়সারা একটি এফআইআর করে মাত্র। তারপরে প্রশাসন বা বিচারবিভাগ কেউই এ নিয়ে কোনও রকম উচ্চবাচ্য করেছে বলে জানা নেই।

তা হলে এবারে দলের জাতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মাকে সাময়িক বরখাস্ত এবং আরেক খুচরো নেতা নবীন জিন্দালকে বহিষ্কার করা হল কেন? এই ব্যবস্থাটুকু গ্রহণ করা হল এই কারণে যে, নূপুরের কটূক্তিকে কেন্দ্র করে আরব দেশগুলির কড়া পদক্ষেপে ভারতের বাণিজ্যতরী টলমল হয়ে পড়েছে। ভারতের মোট পেট্রোলিয়াম আমদানির ৮০ শতাংশ আসে ইরাক-ইরান এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর জোট গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) সদস্যভুক্ত ছ'টি দেশ থেকে। ভারতে প্রতি বছর যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করা হয় তার অর্ধেকই আসে কাতার থেকে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারত যেসব পণ্য রপ্তানি করে তার বার্ষিক মূল্য ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিসিসির সদস্য ছ'টি উপসাগরীয় দেশে কর্মরত রয়েছেন ৮৫ লাখের বেশি ভারতীয়। অন্যান্য আরব দেশেও বহু ভারতীয় কর্মরত আছেন। আরব দেশগুলো থেকে বছরে সাড়ে তিন হাজার কোটি মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে ভারত। ভারতের অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার তিন ভাগের দু'ভাগই আসে উপসাগরীয় মুসলিম দেশগুলো থেকে।

এই সমস্ত কারণেই দেশের বুকে লাগাতার মুসলিম বিদ্বেষে ইন্ধন যোগানোর পাশাপাশি উপসাগরীয় মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন কুশলী নরেন্দ্র মোদি সরকার। মোদিজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থা আদানি গোষ্ঠীর সাথে কাতারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুব নিবিড়। ৩২০০ কোটি টাকা দিয়ে আদানি ইলেকট্রিসিটির ২৫.১ শতাংশ শেয়ার কিনে নেয় কাতারের সরকারি লগ্নি সংস্থা 'কাতার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড'। পাশাপাশি ওই ফান্ডের সাথে আদানি এয়ারপোর্ট হোল্ডিং লিমিটেডেরও বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার কথা চলছে। কথা চলছে মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লিমিটেডের অংশীদারি নিয়েও। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজেপি মুসলিম দেশের সাথে 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' নীতিতে বিশ্বাসী, কিন্তু দেশের বুকে মুসলিমদের সাথে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা!

পরিশেষে বলি, নূপুর-ধ্বনিতে বেসামাল হয়ে ঘরে-বাইরে কোণঠাসা বিজেপি এখন বিবৃতি দিয়ে বলছে, 'বিজেপি সব ধর্মকে সম্মান করে।' কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাঙাল ভাষায় বলতেন, 'আস্তে কন কত্তা! শুনলে ঘুড়ায়ও হাসবো'। ধর্মীয় বিদ্বেষই যাদের রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি, তারা বলে কিনা সব ধর্মকে সম্মান করে!

(মুর্শিদাবাদ জেলার 'ঝড়' পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ ২৩ সংখ্যা থেকে)

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবী ৭৪ বর্ষ ৪৩ সংখ্যার চারের পাতায় 'শহিদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য স্মরণ' সংবাদটির শিরোনাম ভুল ছাপা হয়েছে। সঠিক শিরোনাম হবে 'শহিদ স্মরণ'। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

মৌখিক সম্মান নয়, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি চান আশাকর্মীরা

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ভারতের ১০ লক্ষ আশাকর্মীকে ‘গ্লোবাল হেলথ লিডার্স’ সম্মানে ভূষিত করেছেন। কারণ তাঁরা করোনা অতিমারিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরলসভাবে রোগীদের সেবা করে গেছেন। বিষয়টা সত্যিই গর্বের এবং আনন্দের। কিন্তু এই সম্মান, এই আনন্দ ম্লান হয়ে যায় এঁদের জীবনে সরকারি বঞ্চনার দীর্ঘ বহর দেখলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ দিকে নজর দেওয়া জরুরি।

বাস্তবে দেশের সরকার আশাকর্মীদের কাজের কানাকড়ি মূল্যও দিচ্ছে না। প্রসূতি মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতে এঁদের ভূমিকা বিরাট। কার্যত গ্রামীণ জনস্বাস্থ্যের পুরো দায়িত্বটাই ন্যস্ত আশাকর্মীদের উপরে। অথচ তাদের সরকার স্বীকৃত ন্যূনতম মজুরিও দেওয়া হয় না। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে এই প্রকল্প চলছে। বর্তমানে রাজ্যে ৫৬ হাজারেরও বেশি আশাকর্মী কাজ করছেন। সম্প্রতি আরও ২৫০০ জনের নিয়োগ অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ কী?

গর্ভবতী মাকে দিনে-রাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, সুগার প্রেসার হার্টের রোগী শনাক্ত করা, টিবি রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো, করোনা অতিমারিতে নানা ধরনের পরিষেবা দেওয়া, নুন পরীক্ষা, জল পরীক্ষা, সরকারের খেলা মেলা পরীক্ষার সেন্টারে ডিউটি ইত্যাদি নানা কাজে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন আশাকর্মীরা। শুধু তাই নয়, বহু প্রকল্পের কাজ এবং দপ্তর বহির্ভূত বহু কাজ বাধ্যতামূলকভাবে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়। অর্থাৎ বেগার খাটানো হয়।

এ নিয়ে প্রশ্ন করলেই আধিকারিকরা বাস্তবে হুমকি দিয়ে কাজ ছেড়ে দিতে বলেন। এদের বঞ্চনা বহু রকম। বিভিন্ন আইটেমের টাকাও কেটে নেওয়া হয় নানা অজুহাতে। কাজের বিনিময়ে ইন্সেন্টিভ-এর প্রাপ্য সাজানো থাকে লটারির মতো। ৯৯ ভাগ কাজ করেও কোনও কারণে যদি কেউ এক ভাগ কাজ করতে না পারেন তা হলে তাঁর পুরো পারিশ্রমিকই কাটা যায়। এমনই নির্মম কাজের প্রকৃতি। আশাকর্মীদের কোনও প্রকারে ন্যায্য পাওনা না দেওয়ার জন্যই যেন এই নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। এগুলি কি কোনও সভ্য শাসনের নমুনা? কংগ্রেস থেকে বিজেপি, সিপিএম থেকে তৃণমূল— সব শাসনেই চলছে সীমাহীন এই বঞ্চনা।

কেন্দ্রীয় সরকার মাসিক ইন্সেন্টিভ ২০০০ টাকা এবং রাজ্য সরকার মাসিক অনারারিয়াম ৪৫০০ টাকা দিয়ে ‘স্বেচ্ছাসেবিকা’ স্ট্যাম্প মেরে আশাকর্মীদের দিয়ে ‘জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ’ করিয়ে নিচ্ছে। এই ভিক্ষাতুল্য টাকায় সংসার যে চলে না, এটুকু বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান মন্ত্রীদের নেই, এ কথা মানা যায় কি?

অর্ধাহার, অপুষ্টিতে ধুঁকতে থাকা আশাকর্মীরা স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতির আশা নিয়ে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। সপ্তাহের শেষে অন্য কর্মীদের ছুটি থাকে, কাজের মাঝে বিশ্রাম থাকে, আশাকর্মীদের তা নেই। অসুস্থ হলে সামান্য সাম্মানিক ভাতাটুকুও অমানবিক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। গত বছর জুলাই মাস থেকে এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত কেন্দ্রের দেয় মাসিক উৎসাহ ভাতা এখনও ঠিকমতো পাচ্ছেন না কর্মীরা। সাত-আট মাস পর্যন্ত বাকি থাকছে। বিভিন্ন খাতের টাকা আটটি ভাগে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। কোন আইটেমের কত টাকা কর্মীরা পাচ্ছেন তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন না তাঁরা। ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন কি না তাও বুঝতে পারছেন না— এমনই নৈরাজ্যের মধ্যে আশাকর্মীরা দিন কাটাচ্ছেন। এই মূল সমস্যার সমাধান না করে বিভিন্ন আধিকারিকরা আশাকর্মীদের প্রশংসাসূচক কিছু কথা বলে দায় এড়িয়ে যান। অথচ সরকারের মন্ত্রী-আমলারা কত শত কোটি টাকা খেলা-মেলা আরাম-আয়েসে নষ্ট করছে।

বহু দিন ধরে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষ। সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত আশাকর্মীরা। তাঁদের ২৪ ঘন্টা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেত্রী ইসমত আরা খাতুন বলেন, ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার সহ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে স্থায়ী পদে নিয়োগ করে সরকারি স্বীকৃতি ও ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা বেতন, কোনও ইন্সেন্টিভ কিংবা অনারারিয়াম নয় ফিক্সড কাজ এবং ফিক্সড বেতন বরাদ্দ করা সহ পেনশন, পিএফ, বোনাস, গ্র্যাচুইটি, মেডিকেল লিভ, মেটারনিটি লিভ এবং সমস্ত ধরনের সামাজিক সুরক্ষা আদায় করার দাবিতে আশাকর্মীরা ধারাবাহিক আন্দোলন জারি রেখেছেন।

কালিম্পং জেলার রঙ্গি ব্লকের দিশা সেন্টার হলে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের প্রথম ব্লক সম্মেলন। ১০ জুন। সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, ন্যূনতম মজুরি ২১ হাজার টাকা প্রভৃতি দাবিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের কালিম্পং জেলা ইনচার্জ সুশীলা শর্মা। সম্মেলন থেকে প্রমীলা তামাং-কে সম্পাদক ও মার্সং লামা-কে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য নমিতা চক্রবর্তী এবং এআইইউটিইউসি–র রাজ্য কমিটির সদস্য জয় লোধ প্রমুখ।

দেরাদুনে রাসবিহারী বসু স্মরণ

২৯ মে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের করণপুরে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী পালন করল এ আই ডি এস ও। উল্লেখ্য, এই বিপ্লবীর কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ এখানেই সংগঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিপ্লবীর জীবনসংগ্রামের উপর একটি ডকুমেন্টারি দেখানো হয় এবং সভা হয়। দেরাদুনের প্রবীণ সাংবাদিক এসএমএ কাজমি, সমাজকর্মী ডঃ মুকেশ সেমওয়াল, এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রশান্ত কুমার বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের নেত্রী রেশমা পানওয়ার। শ্রদ্ধা জানান দেরাদুনের বাংলা সাহিত্য অ্যাকাডেমির সম্পাদক অলোক চক্রবর্তী।

বক্তারা এই বিপ্লবীর দুঃসাহসিক সংগ্রাম, আইএনএ তৈরির জন্য তাঁর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। বিপ্লবীদের জীবন রক্ষার জন্য তৎকালীন বিচারপতি আগা হায়দারের উজ্জ্বল সংগ্রামের দিকও তাঁরা তুলে ধরেন। রাসবিহারী বসু সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁদের স্বপ্ন পূরণের শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

ঘাটশিলায় এ আই এম এস এস-এর রাজনৈতিক ক্লাস

১০-১২ জুন ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির রাজনৈতিক ক্লাস। ক্লাস পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এবং কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের ‘নারীমুক্তি প্রসঙ্গে’ এবং কমরেড প্রভাস ঘোষের ‘নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে’ বই দুটি থেকে নানা প্রশ্নের ভিত্তিতে তিনটি অধিবেশনে আলোচনা করেন কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। শেষ অধিবেশনে নারীজীবনের নানা সমস্যা ও তার সমাধান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন কমরেড সৌমেন বসু।

আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রী! প্রতিবাদ কলেজ শিক্ষকদের

মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য ঘোষণা করতে বিধানসভায় আইন তৈরির যে সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে, ২৬ মে এক বিবৃতিতে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ‘কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েন অফ বেঙ্গল’ (কুটাব)-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ।

তিনি বলেন, এতে উচ্চশিক্ষায় দলতন্ত্রের আধিপত্য আরও বাড়বে। ফলে ছাত্রভর্তি থেকে শিক্ষক নিয়োগ— সমস্ত ক্ষেত্রেই দুর্নীতিতে ছেয়ে যাবে। মহান শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় রাজ্যে শিক্ষায় গণতন্ত্রের যে ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল, আগের সরকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি তোলেন তিনি।

ইসলামপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ইসলামপুর শাখার উদ্যোগে ১১ জুন রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সুধীজনেরা সমাজে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। প্রায় একশো মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নাবালিকা নির্যাতনে দোষীদের শাস্তির দাবি

বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের সুকাশোল গ্রামে ১৩ জুন রাতে এক আদিবাসী নাবালিকাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে রাতভর তার উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। পরদিন সকালে আহত রক্তাক্ত অবস্থায় তার খোঁজ মিললে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সদস্য স্বপন নাগ কয়েকজনকে নিয়ে ওই গ্রামে যান। নাবালিকার আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে ধর্ষণকারীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন। হাসপাতালে গিয়ে ওই নাবালিকার সাথে দেখা করেন তাঁরা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো, ন্যায্য বেতন

দাবি অঙ্গনওয়াড়ি মিছিলে

কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর সম্প্রতি ‘পোষণ ট্র্যাকারস’ নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য আইসিডিএস (ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম) প্রকল্পের উপভোক্তাদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে, টিকাকরণ শিক্ষাদান সহ এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচিকে আরও মসৃণভাবে কার্যকর করা। বাস্তবে, ১৯৭৫ সাল থেকে চলে আসা এই প্রকল্প গোটা দেশেই ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে এবং তার সাথে যুক্ত দেশের হাজার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী উপযুক্ত বেতন, স্বীকৃতি, সরকারি সহায়তা ছাড়াই দিনের পর দিন প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর উন্নতি না করে এবং কর্মীদের দীর্ঘদিনের ন্যায্য দাবিগুলো মেটানোর চেষ্টা না করে ডিজিটালাইজেশন এর নামে এই অ্যাপ চাপিয়ে দেওয়া কার্যত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কঠিন লড়াইকে আরও দুঃসহ করে তুলেছে। কর্মীদের জন্য অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ব্যবস্থা করা, ফোনে নেট-সংযোগ এবং অবিচ্ছিন্ন নেট পরিষেবার ব্যবস্থা করার মতো জরুরি দায়িত্বগুলো এড়িয়ে গিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকার এই অ্যাপ চালানো, তাতে তথ্য ভরার যাবতীয় দায়দায়িত্ব ঠেলে দিচ্ছে অতি সামান্য মাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ওপর। ইতিমধ্যেই সরকারি চাকরির স্বীকৃতি এবং সুযোগ সুবিধা থেকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত কর্মীরা এই অ্যাপকে কেন্দ্র করে নতুন করে প্রবল অসুবিধায় পড়ছেন, ব্যক্তিগত ফোনে এই অ্যাপ ইনস্টল করতে বাধ্য হচ্ছেন, সরকারি আধিকারিকদের অন্যায় জবরদস্তি এবং মানসিক উৎপীড়নেরও শিকার হচ্ছেন।

এর প্রতিবাদে ১৭ জুন কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ-তে বিক্ষোভ দেখাল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন। সংগঠনের সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত বলেন, অ্যাপের মাধ্যমে হয়ত তথ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু বাস্তবে এই প্রকল্প, তার উপভোক্তা এবং কর্মী-সহায়িকাদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না। পানীয় জল-শৌচালয় এমনকি একটি বাড়ির অভাবে ধুঁকতে থাকা দেশের অসংখ্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হাল হকিকত একই থেকে যাবে। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ‘পোষণ ট্র্যাকারস’ অ্যাপ বাধ্যতামূলক না করা, প্রত্যেক কেন্দ্রের নামে সরকারি ভাবে অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং সিম কার্ড সহ নেটপ্যাক এর ব্যবস্থা করা, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ভাতা প্রদান, মাসিক ২১০০০ টাকা বেতন-পিএফ-পেনশন-গ্র্যাচুইটি সহ সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দেওয়া— এমন একগুচ্ছ দাবি তোলা হয়। এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস এবং পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন।

সমাবেশ থেকে দপ্তরের মন্ত্রী, ডিরেক্টর এবং রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মন্ত্রীর দপ্তর তিন মাসের মধ্যে ‘পোষণ ট্র্যাকারস’ এর কাজের জন্য মোবাইলের ব্যবস্থা করা এবং আরও কিছু দাবি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। সরকার এই প্রতিশ্রুতি না রাখলে এবং অন্যান্য ন্যায্য দাবি না মানলে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

‘অগ্নিপথ’ বাতিলের দাবিতে কলকাতায় ছাত্র-যুব বিক্ষোভ। লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

এআইডিওয়াইও-এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে কলকাতার হাজরা মোড়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে অতর্কিতে তৃণমূল সরকারের বিশাল পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। টেনে হিঁচড়ে বিক্ষোভকারীদের পুলিশ ভ্যানে তোলার সময় বেধড়ক মারধর করা হয়।

হাজরা মোড়ে ছাত্র-যুবদের টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

ছাত্রী ও যুব মহিলা কর্মীদের সাথে অশালীন আচরণ করে পুলিশ। অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও-অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ও মণিশঙ্কর পট্টনায়ক সহ ৩৪ জনকে বিক্ষোভকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের পুলিশের এই গণআন্দোলন বিরোধী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করা হয়।

তাঁরা বলেন, দেশজোড়া প্রবল বেকারি সত্ত্বেও সরকারি ক্ষেত্রে নতুন পদ তৈরির পরিবর্তে ক্রমাগত স্থায়ী পদের বিলোপ ঘটানো হচ্ছে, অস্থায়ী করে দিচ্ছে। ‘অগ্নিপথ’ সেই রকমই একটি প্রতারণামূলক প্রকল্প। এই সিদ্ধান্ত বেকার যুব সমাজের স্বার্থ বিরোধী। আমরা চাই সবক্ষেত্রেই স্থায়ী নিয়োগ। দেশের সর্বত্র বিজেপি সরকার ছাত্র-যুবকদের বিক্ষোভকে দমন করার নামে যে বর্বরতায় লাঠি-গুলি-টিয়ারগ্যাস নিয়ে আক্রমণ করছে তা অত্যন্ত নিন্দাজনক। ইতিমধ্যেই পুলিশি এই আক্রমণে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। শত শত ছাত্র-যুবক আহত। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে কুর্নিশ জানিয়ে তারা এই স্কিম বাতিলের দাবিতে সর্বত্র সংগঠিত ছাত্র-যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে ১৯ জুন সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

এআইইউটিইউসি-র প্রতিবাদ ঃ যুবসমাজের এই আন্দোলনের সঙ্গে হাত মেলাতে দেশের শ্রমজীবী মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত।

বেসরকারিকরণ রুখতে আন্দোলনের ডাক

রেল-ব্যাঙ্ক-বিমা-বিদ্যুৎ-প্রতিরক্ষা সহ সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ব্যাপক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ১৫ জুন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বানে কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য নাগরিক কনভেনশন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করা হয় মূল প্রস্তাবে। চরম দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায় কনভেনশন। বক্তব্য রাখেন চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসক গৌতম সাহা, নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক অম্বর দত্ত, অল ইন্ডিয়া পাওয়ার মেনস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সমর সিনহা, অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায় মণ্ডল প্রমুখ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪০০-র বেশি প্রতিনিধি এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস।

সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৫ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ, অর্থ ও সদস্য সংগ্রহ, সব জেলায় ব্লক স্তর পর্যন্ত মঞ্চের কমিটি গঠন, রাজ্যব্যাপী প্রস্তাব ও দাবির সপক্ষে প্রচার আন্দোলন এবং রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতির কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গণমিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও দাবি নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

বিজেপি সরকারের বুলডোজার নীতি, অগ্নিপথ প্রকল্প, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ইত্যাদির বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে জেলা সদর দপ্তরে এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানে বিক্ষোভ-অবস্থান। ১৭ জুন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com